সমবায় সংগ্রাম

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র

ই-ম্যাগাজিন | দ্বিতীয় সংখ্যা | ২৬ সেপ্টেম্বর'২১

সূচীপত্র ঃ-----

সম্পাদকীয় -

কমঃ মনোরঞ্জন বসুর সাক্ষাৎকার-

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সমবায়ের নতুন দপ্তর-

প্রেস বিজ্ঞপ্তি -

উপদেষ্টা মন্ডলী

মনোরঞ্জন বসু,
কমল ভট্টাচার্য্য,
রাজেন নাগর,
অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার,
অশোক রায়

সাধারণ সম্পাদক

তপন কুমার বোস

সম্পাদক

অমর নাথ বেরা

।। সম্পাদকীয় ।।

দেখতে দেখতে "সমবায় সংগ্রাম e-Magazine" প্রকাশণা এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পা রাখল। কিছু টেকনিক্যাল কারণে গত বছর অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করা যায়নি। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ছাপার অক্ষরেও প্রকাশ করা যায়নি। তার জন্য আমরা সত্যই আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

বিগত বছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে কোভিড-১৯ অতিমারি চলছে। তার থেকে সমগ্র সমাজের অঙ্গ হিসাবে আমরাও মুক্ত হতে পারি নি। দুই বছরে আমাদের বহু সহ নাগরিক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনের সারিতে থাকা বহু চিকিৎসক, নার্স, বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য কর্মী, প্রসাশক, পুলিশ ও ব্যাঙ্ক কর্মীদের আমরা হারিয়েছি। জনগণের সেবায় নিযুক্ত এই সমসস্ত বীর ব্যক্তিদের প্রতি সমবায় সংগ্রাম পত্রিকা সশ্রদ্ধ চিত্তে নত মস্তকে স্মরণ করছে।

এই কঠিন সংগ্রামে বিভিন্ন দেশের গবেষক বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসীন আবিস্কার করেছেন। দেশে দেশে মানব শরীরে সেই ভ্যাকসিন প্রবেশ করানোও হয়েছে। তথাপি এই মারণ রোগকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না। নিত্য নতুন রূপে তার নিধন যাত্রা অব্যাহত। যাইহোক আমাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক সতর্কতা বিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

কোভিড-১৯ মহামারি মানুষের জীবন যাত্রার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করেছে। আমাদের সংগঠনেও তার প্রভাব পড়েছে। সংগঠনে দৈনন্দিন কাজ কর্ম, সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, মিটিং, গৃহিত কর্মসূচী রূপায়ণ ব্যাহত হয়েছে। তথাপি সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন কুমার বসুর উৎসাহ ও উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে অনেকগুলো ভার্চুয়াল মিটিং সংগঠিত হয়েছে। এর সাহায্যে এমনকি ভার্চুয়াল মিটিং-এ গৃহিত আন্দোলন কর্মসূচীগুলো পালিত হয়েছে। এ বছরও আমরা সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে সংগঠনের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করবো।

এছাড়াও ইউনিয়নের অফিস ও ব্যাঙ্কের সামনে স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবো। এই বছর সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের জন্য দুটি সুখবরের বার্তা নিয়ে এসেছে। প্রথমত আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রী দফতর গঠন করা। দ্বিতীয়ত RBI এর এক নির্দেশ যা DCCB গুলিকে SCB এর অধীন নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। এই দুটি বিষয়কে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। এই দুটি বিষয় গৃহিত হলেই হবে না। রূপায়নের জন্যও আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। কারণ কায়েমী স্বার্থন্বেষীরা ইতিমধ্যে বিরোধীতা শুরু করে দিয়েছে। এর সাথে আমাদের দাবি "একটা রাজ্যে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক" এই শ্লোগানকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

এই বছর ২৬শে সেপ্টেম্বর ফেডারেশনের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালন করব। অন্যান্য বছরের মত ইউনিয়ন অফিস ঘরগুলো পতাকা, ফেষ্টুন, পোষ্টার আলো দিয়ে সজ্জিত করবো। সচিত্র সংবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করব। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দাবিগুলি জোরের সাথেই প্রচার করব।

আমরা যখন আমাদের সংগঠনের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে চলেছি তখন যে সংগঠন না হলে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আজকের অবস্থায় পৌঁছতে পারত না সেই AIBEA-এর এই বছর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বহু প্রতিকূলতা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা AIBEA -এ পতাকা বহন করে নিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নিজেদের জীবিকার মান উন্নত করার আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি তুলে ধরা হয়। বহু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অবশেষে ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়। দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটে। দেশে ভালো মাত্রায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ সৃষ্টি হয়।

আজ আর এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির নামে এই সব সম্পত্তি বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং তথা আর্থিক ক্ষেত্রটি পেটোয়া বেসরকারি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। AIBEA সেই ১৯৯৩ সাল থেকে উদারিকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন নীতির বিরোধীতা করে আসছে

এর সাথে রেল বীমা প্রতিরক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ কৃষি ক্ষেত্রটাও মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সরকার কোন ভালো উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করতে রাজি নয়। কৃষক সমাজ ও তাদের সর্বভারতীয় সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এই সর্বনাশা নীতিমালার বিরুদ্ধে ১০ মাস যাবত আন্দোলন করে আসছে। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর তারা ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। এই বন্ধকে ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনসহ শ্রমিক কৃষক ছাত্র মহিলা সংগঠনসহ জনগণের অন্যান্য সংগঠন এই বন্ধকে সমর্থন করেছেন।

আসুন এই অন্নদাতা কৃষকদের সাথে থাকি।

নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হোক।

মনোরঞ্জন বসু' র সাক্ষাৎকার - প্রথম অংশ

সমবায় সংগ্রাম e-magazin পক্ষ থেকে রাজ্য তথা দেশের সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদ প্রতীম ব্যক্তিত্ব আমাদের সবার প্রিয় নেতা, পথ প্রদর্শক, Leader of the Leaders কমরেড মনোরঞ্জন বসুর এক সাক্ষাৎকার তার সল্টলেকের বাসভবনে গত ৪ঠা জুলাই ২০২১ তারিখে গ্রহণ করা যায়। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন কুমার বসু, অফিস কার্যনির্বাহী কমরেড রুপ কুমার রায়, তরুন কমরেড সঞ্জয় সাহা ও এই প্রতিবেদক অমরনাথ বেরা। গল্প আড্ডায় ঘরোয়া পরিবেশে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল।

সাক্ষাৎ এর শুরুতে কমরেড তপন কুমার বসু বর্ষিয়ান নেতাকে AICBEF ও ABCEF-এর বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা, এই লকডাউন পর্যায়ে কিভাবে ভার্চুয়াল মিটিং, আন্দোলন কর্মসূচি গৃহিত ও পালিত হয় তা সবিস্তারে অবহিত করেন।

প্রশ্নঃ আপনার জন্ম বড় হওয়া স্কুল কলেজ সবই মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর থেকে। সেখান থেকে কলকাতা আসা ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন তথা BPBEA এর সাথে যুক্ত হওয়া কিভাবে?

উত্তরঃ কলেজ পাশ করার পর স্বাভাবিকভাবে একটা চাকরির প্রয়োজন ছিল। এক আত্মীয়ের সাথে কলকাতায় আসা। প্রথমে তখনকার সময়ে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের একটা ঔষধের সংস্থায় কাজ করি। বেতন অল্প থাকায় ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের সংস্থার চাকরি ছেড়ে অন্য এক আত্মীয়ের সূত্র ধরে ১৯৪৬ সালে বিদেশী লয়েডস ব্যাঙ্কের কাজে যোগদান করি। সেখানে হাতের লেখা ভালো হবার জন্য এবং দ্রুত কাজ করতে পারার জন্য আমায় চেক ক্লিয়ারিং-এর কাজ করতে হতো।

৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন যে গণ জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শুরু হয় ডাক ও তার কর্মচারীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট। নবগঠিত ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের সংগঠন BPBEA এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে। আমাদের লয়েডস ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি BPBEA এর নেতৃত্বের বিশেষ করে কমরেড প্রভাত করের নজর ছিল। তিনি প্রায়শই আমাদের কাছে আসতেন, খোঁজ খবর নিতেন। এইভাবে আস্তে আস্তে BPBEA সাথে তথা প্রভাত করের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি।

প্রশ্নঃ মূলধারার ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের সংগঠন ছেড়ে ABCBEF এ এলেন কিভাবে?

উত্তরঃ আগেই বলেছি লয়েডস ব্যাঙ্কে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে BPBEA-র নেতৃত্ব বিশেষ করে প্রভাত করের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তিনি একদিন বলেন যে আজ বিকেলে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বারাসাতে একটি কনভেনশন আছে আমার সাথে তোমায় যেতে হবে। বারাসাতে কনভেনশন হলে গিয়ে দেখি অনেক সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী এসেছেন। অনেকের সাথে প্রভাত কর আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য

রাখার পর প্রভাতদা আমায় বললেন আমাদের তরফে তোমায় বক্তব্য রাখতে হবে। তখন সমবায় নিয়ে আমি কিছুই জানতাম না। একান্ত বাধ্য হয়েই বক্তব্য রাখতে উঠলাম। আমার লয়েডস ব্যাঙ্কের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা গণসংগঠন গড়ার উপলব্ধি নিয়ে বললাম। যা সভায় সকলে উচ্ছসিত প্রসংশা করেন। এইবার সম্পাদক নির্বাচন করার পালা। পূর্বে এক কমরেডের নাম ঠিক ছিল। কিন্তু আমার বক্তব্য শোনার পর সভায় সবাই আমার নাম প্রস্তাব করে এবং আমি সম্পাদক নির্বাচিত হই। এইভাবে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি।

প্রশ্নঃ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের নিয়ে সংগঠন গড়ার প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা।

উত্তরঃ এখনকার মতো তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। ট্রেনে বাসে চড়েই জেলায় জেলায় ঘুরে ছড়িয়ে থাকা কর্মচারিদের সাথে যোগাযোগ করতে হতো।

একবার বারাসতে মিটিং করতে বিকেলে গেছি। মিটিং শেষ হতে রাত হয়ে গেল। রাস্তায় এসে দেখি কলকাতা যাবার শেষ বাস চলে গেছে। আমার সাথে আরও একজন কমরেড ছিল। বাড়িতে বয়স্ক মা একা আছেন। তাই তাকে ফিরতেই হবে। রাস্তা একদম ফাঁকা। হঠাৎ দেখি একটা গাড়ি আসছে। হাত তুলে দাঁড় করাই। ড্রাইভারকে আমাদের বিপদের কথা বলি। সবশুনে ড্রাইভার বলে একটা একটা মাছ বহনকারী লরি। আপনারা যেতে পারলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমরা দুজনে সেই লরিতে ড্রাইভারের মাথার উপর ছাউনিতে উঠে পড়লাম। পথিমধ্যে সেই কমরেড নেবে গেলেন। আমি একা গভীর রাতে কলকাতা এসে নামলাম।

লয়েডস ব্যাঙ্কের চাকরি যাবার পর আমি বাগবাজারে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম। সেই অঞ্চলে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা হতো। আমি তাদের সাথে আলাপ করি। প্রায়শই তাদের মাধ্যমে পোষ্টার চিঠি পাঠাতাম। কখন কখনও তাদের গাড়িতেই জেলায় জেলায় যেতাম। টাকা পয়সাতো বিশেষ ছিল না।

প্রশ্নঃ আমাদের সফলতা বিফলতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তরঃ আমরা চেয়েছিলাম Developmental Banking। কিছুটা হলেও, তা বিচিত্র পথে সর্বত্রগামী হয়নি। আমরা যেখানে যেতে পারিনি। আমরা এসব নিয়ে বিশেষ ভাবি না। কেন ভাবি না? কারণ নেতৃত্বের দৃষ্টি Narrow হয়ে গেছে। আমার এক আত্মীয়র ছেলে বলে সে এখনও বাবার কালো টাকা খরচ করছে। আমাদের যা সফলতা হয়েছে তাতে আমরা ভারি হয়ে গিয়েছি। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যেখানে এসেছে তাদের যাওয়ার কথা ছিল আরও একটু উঁচুতে সংগ্রামের জায়গায়। মার্কসইজম লেনিনইজম বল বা আমাদের দেশের মণীষীদের সমাজ পরিবর্তনের কথা বল তারা কি চেয়েছেন, বৃহত্তর শ্রেণী উন্নত হোক। আজকে মোদিদাদা তাদেরই আক্রমণ করছে। দৃষ্টি ভঙ্গি পাল্টে গেছে। এটাই আজকের জপমালা। যে শ্রেণির সাথে হাত মেলালে আমরা আগে বাড়তে পারতাম সেই কৃষকদের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে যোগাযোগ। সমবায় ব্যাঙ্কের ছেলেরা কতদুর যেতে পেরেছে। অথচ আমরাই সবচেয়ে কাছাকাছি আছি। বড় বড় নেতা যারা বক্তৃতা করে তারা নয়, আমরা। এখানে আমাদের দুর্বলতা কৃষকরা কেমন আছে কি করছে এসব কথা আমরা ভাবি না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সমবায়ের নতুন দফতর

নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের একটি দীর্ঘদিনের দাবি অর্জিত হলো।

এ বছর কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়ের জন্য একটি নতুন মন্ত্রী দফতর গঠন করল। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ৪১তম দফতর। গঠনকালে এর সামনে 'সহকারে সে সমৃদ্ধি' (Sahakar se Samridhi) শ্লোগান রাখা হয়।

১৯৪৬ সালে কো-অপারেটিভ প্ল্যানিং কমিটি পরামর্শ দেয় যে সারা দেশে সমবায়ের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে গ্রামীণ জনগণের উন্নতি ও ফসলের বাজারজাত করার জন্য একটি সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা। কমিটি আরও পরামর্শ দেয় যে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ করতে হবে এবং সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন স্তরে শক্তিশালী করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর এই রিপোর্ট ছিল সমবায় আন্দোলনের পথ নির্দেশিকা।

দেশের স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর আমলে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রামীণ উন্নতিতে সমবায় আন্দোলনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৯১ সালের উদারিকরণ বেসরকারিকণ ও বিশ্বয়ানের নামে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রটির পরিবর্তন ঘটে গেল। সমবায় আন্দোলনের ওপর যে উৎসাহ ও জোর দেওয়া হয়েছিল তা আঘাত প্রাপ্ত হলো। এর পরবর্তীকালে যতগুলি সরকার এসেছে তারা কম-বেশি একই লাইন অনুসরণ করেছে।

মোদী সরকার নতুন মন্ত্রী দফতর কিভাবে কাজ করবে তার কোন স্পষ্টতা নেই। বিভিন্ন সূত্র মারফত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটা মনে হচ্ছে সরকার সমবায়ের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যাবলীর ওপর নজরদারী ও হস্তক্ষেপ করবে।

সংবিধানের সপ্তম সিডিউলের ৩২তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমবায়ে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এখন অবধি মোদী সরকার তার কার্যকলাপের পন্থা অনুসরণ করছে তাতে সমবায়ের ওপর রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে এবং সমবায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। ১লা এপ্রিল ২০২১ থেকে লাগু হওয়া ব্যাঙ্কিং আইনের পরিবর্তন এর একটা চমৎকার উদাহরণ। বিজেপি তথা মোদী সরকার এই নতুন মন্ত্রী দফতর গঠনের পিছনে হতে পারে কোন গোপন কর্মসূচী (Hiden Agenda) এবং কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest) থাকে পারে। যাই হোক না কেন সারা ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন দীর্ঘ দিন ধরে কেন্দ্রে একটি সতন্ত্র সমবায় মন্ত্রী দফতর গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। সমবায় ক্ষেত্রটি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিবেচনা (Consideration) ও মনোযোগের (Attention) দাবি জানায় তার জন্য অতি অবশ্যই একটি নতুন মন্ত্রী দফতর প্রয়োজন ছিল।

সহযোগিতা (Cooperation) অথবা সমবায় (Cooperative) নিছক একটি শব্দ বন্ধ নয়। জাতির জনক গান্ধীজী এবং প্রথম প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জওহরলাল নেহরু সমবায়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মাননীয় নেহেরু একদা বলেছিলেন সমবায় হচ্ছে গ্রামীণ উন্নতির স্তম্ভ। আমরা আশা করি নতুন মন্ত্রী দফতর সমবায়ের উন্নতিতে ভবিষ্যতে এক নতুন পথ প্রদর্শক হবে এবং সাধারণ মানুষ ও সমবায়ের মধ্যে সংযোগ ঘটানোর কাজ করবে। নতুন সুযোগ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

হতে পারে বিজেপি তথা মোদী সরকারের কোন লুক্কায়িত কর্মসূচী থাকতে পারে। হতে পারে সমবায়ে রাজনীতিবিদের অনুপ্রবেশ ভেঙ্গে দিতে পারে। আমরা কেবলমাত্র প্রতিক্ষা করতে পারি। এই মুহূর্তে নবগঠিত নতুন মন্ত্রী দফতরের বিরোধীতার প্রয়োজন নেই। সরকার যদি কোন জনবিরোধী সংস্কারের পথ গ্রহণ করে আমরা অবশ্যই তার বিরোধীতা করব। পুর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে বৈদ্যনাথন কমিটি গঠন করেছিল, যে কমিটি শুধুমাত্র কেরলে সমবায়ের পুনরগঠনের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা দেবার পরামর্শ দিয়েছিল এবং সারা দেশে সমবায়ের পুনর্গঠনের জন্য ১৭০০০ কোটি টাকা দেবার সুপারিশ করেছিল।

কিন্তু বিশেষ শর্তাবলীর জন্য বেশিরভাগ রাজ্য সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। বিগত দিনে সমবায় কৃষি ও খাদ্য দফতরের অধীন থাকায় দীর্ঘ সময় অবহেলিত থেকে গেছে।

আমরা আশা করব নতুন মন্ত্রী দফতর তার পেশাদারিত্বের মাধ্যমে সমবায়ের অগ্রগতি ও ভালো কাজের আগমণ বার্তা নিয়ে আসবে। আমরা আরও আশা করব যে নতুন মন্ত্রী দফতর উদ্বেগ নয় আশা ভরসার ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। অতঃপর আসুন সরকারের এই নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। AICBEF এর একটা দীর্ঘদিনের দাবি পূর্ণতা পেল। আমরা অবশ্যই দফতরের কার্যকলাপের দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখব। যদি সরকার কোন জনবিরোধী উদ্যোগ গ্রহণ করে জনগণকে সাথে নিয়ে অবশ্যই তার বিরোধীতা করব।

(Voice of AICBEF e-Bulletin থেকে কমরেড প্রদীপ কুমার, এডিটরের লেখা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুদিত করে সমবায় সংগ্রাম E-magazine প্রকাশিত করা হলো। পত্রিকা সম্পাদক)

সমবায় ব্যাংকের কাঠামোগত পরিবর্তন আজ সময়ের দাবি।

একটি রাজ্যে একটি সমবায় ব্যাংক গঠন করতে হবে।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন

২৫ডি সেক্সপীয়র সরণী, কোলকাতা - ৭০০০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ২৩শে মার্চ ২০২০ Banking Regulation (Amendment) Bill ২০২০ পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। সময়াভাবে বিলটি পাস না হলে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ২৬শে জুন ২০২০ একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পরবর্তী সময়ে পার্লামেন্ট বিলটির অনুমোদন দেওয়ায় গত ২৪শে মে ২০২১ থেকে কার্যকর হয়। এই সংশোধনের ফলে দেশের সব রাজ্য সমবায় ব্যাংক (SCB)– জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও শহর সমবায় ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসবে। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সব কিছুই রিজার্ভ ব্যাংকের নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। ইতিমধ্যেই

১। সব জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলিকে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। যার ফলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে যে দ্বিস্তর প্রথার দাবি করে আসছিলাম তার রূপ পাবে। এখন কেরালা, ঝাড়খণ্ডসহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে এই দ্বিস্তর প্রথা চালু আছে।

২। দেশের দুর্বল শহর সমবায় ব্যাংকগুলিকে অন্য সবল শহর সমবায় ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করে ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের সুরক্ষিত করার জন্য পদ্ধতি নেওয়া হবে তা স্থির করার জন্য ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩। এই আইন পরিবর্তনের সময় দেশের কৃষি ও ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে ঙ্টঙ্গঙ্ক এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকেছে। শুধু তাই নয় এই ব্যাঙ্কগুলি আর ব্যাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না, যার ফলে ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪। এই আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ থেকে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, অডিট, ইন্সপেকশন সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া।

ইতিমধ্যেই এই সংশোধনের বিরুদ্ধে রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে পরিচালক সমবায়ী সংস্থাগুলি (NCUI, NAFSCUB) তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কছেন, কায়েমী স্বার্থে আঘাতের আশংকায়। সমবায় রাজ্যের হাতের বাইরে চলে যাবে, কৃষকরা ঋণ পাবে না এই কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। প্রকৃতপক্ষে সমবায়ের অন্য সব ক্ষেত্র রাজ্যের হাতেই থাকছে। গেল গেল রব তোলার কোন কারণ নেই কেবলমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যা অনেক

আগে থেকেই BR Act ১৯৪৯ অনুসারে নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতেই ছিল তার কাঠামোগত ও আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরো মজবুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আমানতকারীদের সুরক্ষা বাড়বে এবং সারা দেশ জুড়ে একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে ঋণদাদন হবে, ব্যাঙ্কের ব্যবসা বাড়বে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা খুলবে, কর্মসংস্থান বাড়বে।

আমরা নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন জন্মলগ্ন থেকেই দ্বিস্তর প্রথা চালু করার দাবি জানিয়ে আসছি। তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাঠামোগত পরিবর্তন আজকে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা মনে করি শুধুমাত্র রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংযুক্তি নয়, সব ধরণের সমবায় ব্যাঙ্ককে যুক্ত করে রাজ্যে একটিমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

আমরা বিগত বছরগুলিতে এই দাবি নিয়ে মাননীয় রেজিষ্ট্রার, জেলা শাসক, মাননীয় সমবায় মন্ত্রী ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। আমরা মনে করি রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশের জন্য।

আমরা বিশ্বাস করি রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ নেবেন।

৭ই মে ২০২১, কোলকাতা

অমরেন্দ্রনাথ পোদ্দার
সভাপতি

তপন কুমার বোস
সম্পাদক

রিজার্ভ ব্যাংকের সুপারিশ মেনে সমস্ত জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

জেলার টাকা জেলার উন্নয়ণে বিনিয়োগ করুন
জেলার সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসুন

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ- কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৫২৩৯৪/২৫৬৭৭১/২৫২৭৮৯, ফ্যাক্স ঃ ২৫৬৭৭১

সঞ্চয়ী আমানতের সুদ অন্যান্য ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশী

- প্রাইমারি শিক্ষক ও চাকুরিজীবিদের সহজ শর্তে ঋণ।
- স্থায়ী চাকুরিজীবিদের ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গৃহঋণ।
- কৃষি, কৃষি-যন্ত্রাদি, ক্ষুদ্র শিল্পে ও প্রান্তিক চাষিদের সম্পদ-ঋণ।
- রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী স্বল্প সুদে গৃহ-নির্মাণ ঋণ প্রদান।
- এন.এস.সি. / কে.ভি.পি. ও গোল্ডের বন্ধকী ঋণের ব্যবস্থা।
- ডিপোজিটের উপর আকর্ষণীয় ঋণ ব্যবস্থা।

জেলায় ২৩ টি শাখায়
লকারের
বিশেষ ব্যবস্থা

NADIA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া
মহিলাদের স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী
মারফৎ স্বাবলম্বী করার প্রয়াস
শক্তিশালী করা।

আমানত ভারত সরকারের
বিমা প্রকল্পাধীন।

সিনিয়র সিটিজেনদের
অতিরিক্ত হারে সুদ প্রদান করা হয়।

শ্রী পার্থ বসু
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

শ্রী গণপতি মণ্ডল
সহ-সভাপতি

শ্রী শিবনাথ চৌধুরী
সভাপতি